গোপনীয়
অতি জরুরি
নির্বাচন অগ্রাধিকার

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নম্বর- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৮.২৫(অংশ-১)-৩৮৯ তারিখ: ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ / ০১ ডিসেম্বর ২০২৫

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব এ, এম, এম, নাসির উদ্দিন প্রধান নির্বাচন কমিশনার
সভার তারিখ	:	৩০ নভেম্বর ২০২৫
সভার সময়	:	বিকাল ৩.০০ টা
সভার স্থান	:	নির্বাচন ভবনের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫২০)
সভায় উপস্থিতি	:	**পরিশিষ্ট-ক**

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট উপলক্ষে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব ও সচিবগণ এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রধান/প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' এ সন্নিবেশ করা হলো।

০২। স্বাগত বক্তব্যে বৈঠকের কর্মসূচী প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন, বিগত ৩০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের সভার ধারাবাহিকতায় আজকের এই সভা। নির্বাচন কমিশনকে একইদিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট আয়োজন করতে হচ্ছে। এই নির্বাচনে তাই প্রচার-প্রচারণাকে প্রাধান্য দিতে হবে। নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে রাজনৈতিক দল এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে সংলাপ করেছে। আজকের সভায় নির্বাচনি কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের মতামত নেয়া হবে। উক্ত মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচনি কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হবে। তিনি সভার ০১টি কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত কার্যপত্রে ভোটকেন্দ্রের স্থাপনা ও ভোটকেন্দ্রে যাতায়াতের রাস্তা মেরামত এবং ভৌত অবকাঠামো সংস্কার; ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার প্যানেল প্রস্তুত ও নির্বাচনি দায়িত্ব পালন; পার্বত্য/দুর্গম এলাকায় নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহণ এবং ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানোসহ নির্বাচনকালীন নির্বাচন কমিশনের ব্যবহারের জন্য হেলিকপ্টারের সহায়তা প্রদান; নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা, জনসচেতনতা, উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রচার মাধ্যম কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ; পর্যবেক্ষক নিয়োগে সহায়তা প্রদান; ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রদান বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত; নির্বাচন উপলক্ষে ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট বরাদ্দ ও আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম; জনবল, যানবাহন ও লজিস্টিক সাপোর্ট; নির্বাচনে শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ; নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ; বার্ষিক ও পাবলিক পরীক্ষার সময়সূচি পর্যালোচনা; দৈনন্দিন আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা; ভোটগ্রহণ ও নির্বাচনি বিভিন্ন কার্যক্রম উপলক্ষে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা; নির্বাচনের সময় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেডিকেল টিম গঠন ও প্রাসংগিক কার্যক্রম গ্রহণ; অগ্নিকান্ড ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ; নির্বাচনি এলাকায় বিদ্যমান নির্বাচনি প্রচার সামগ্রী অপসারণ; নির্বাচনকালীন যানবাহন ও নৌ-যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা; পোস্টাল ভোটিং ব্যবস্থাপনা ও পোস্টাল ব্যালটে ভোটপ্রদানের বিষয়ে সহযোগিতা; জেলখানায়/আইনী হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের ভোটপ্রদানের ব্যবস্থা; AI প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল ও মিথ্যা তথ্যের প্রচারণা রোধের কৌশল নির্ধারণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও সংখ্যালঘুসহ সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করেন।

০৩। সভাপতির বক্তব্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের সচিবসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ সভায় উপস্থিত হওয়ায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, নির্বাচন আয়োজন কমিশনের একার পক্ষে সম্ভব নয়। সকলে মিলেই দেশের জন্য একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আয়োজন সম্ভব। নির্বাচন কমিশনের সফলতা মানে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলেরই সফলতা, এজন্য প্রয়োজন সর্বস্তরে সমন্বয়। একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনে কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর প্রথমবারের মতো প্রবাসী ভোটারদের জন্য (OCV) এবং সরকারি কর্মকর্তা, নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও জেল হেফাজতে আটক ব্যক্তিদের জন্য (ICPV) পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের আয়োজন কাজের মাত্রায় নতুন ব্যস্ততা যোগ করেছে। এসকল কিছু বিবেচনায় নিয়ে কমিশন দিন-রাত কর্ম ব্যস্ত সময় পার করছে। গ্রাউন্ড রিয়েলিটি বাস্তবিকভাবে বোঝার জন্য কমিশন মক ভোটিং এর আয়োজন করেছে। এ আয়োজন থেকে বোঝা যাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে একজন ভোটারের কতো সময় লাগবে।

অফিসের ঠিকানা ঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইল ঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেস ঃ www.ecs.gov.bd

৬২

এ থেকে কমিশন দুই নির্বাচন একসাথে আয়োজনের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে ধারণা লাভ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে। এবারে নির্বাচনে প্রায় ৪২০০০ এর অধিক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এসকল ভোটকেন্দ্র ভোটারের চলাচল উপযোগী করতে হবে। তাছাড়া, ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামো সংস্কারও প্রয়োজন। যেসকল কেন্দ্রে বিদ্যুৎ নাই, সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে। ভোটকেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত যেসকল প্রতিষ্ঠানে সিসিটিভি আছে, সেগুলিকে সচল রাখতে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। নির্বাচনি কাজে বিপুল সংখ্যক যানবাহন প্র[illegible]জন হতে পারে। নির্বাচনের সময় অফিস বন্ধ থাকবে বিধায় প্রথম পর্যায়ে সরকারি দপ্তরের যানবাহনগুলিকে নির্বাচনি কাজে ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে, এবিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। পূর্বের মতো গতানুগতিক কাজ না করে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সকলকে দক্ষতা, সাহসিকতা ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কম্যুনাল হারমনি যেন নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সংখ্যালঘু ভোটারসহ প্রান্তিক ভোটারের নিরাপত্তায় বিশেষ নজর দিতে হবে। হেলিসর্টি ভোটকেন্দ্রের জন্য হেলিকপ্টার এবং কোস্টাল এরিয়ার জন্য পর্যাপ্ত নৌযানের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাচনি তদন্ত কমিটির কার্যক্রম যেন দৃশ্যমান ও ফলপ্রসু হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা জারি করতে হবে। আচরণ বিধি প্রতিপালনে শুরুতেই সমন্বতিভাবে কাজ করতে হবে। প্রথম দিনেই আচরণ বিধি ভংগের চেষ্টা প্রতিহত করতে হবে।

৪। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো: সানাউল্লাহ (অব:) বলেন, বহুবিধ কারণে এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি অনন্য এবং ব্যতিক্রম। কারণ এবারের নির্বাচনে একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে গণভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া, প্রথমবারের মতো প্রবাসীদের জন্য পোস্টাল ভোটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্বের খারাপ অভিজ্ঞতা পরিহার করে নির্বাচনের উৎসব ফিরিয়ে আনতে হবে। বর্তমান অন্তর্বতী সরকার কমিশনকে নিজ থেকেই সহযোগিতা করছে এটা কমিশনের জন্য আনন্দের। এই নির্বাচনে সফল হতে হলে Co-operation, Co-ordination কে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। ব্যালট পেপার মুদ্রণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারি মুদ্রণালয়গুলোকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিবের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। আইন ও বিধির সর্বশেষ আপডেট জেনেই সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ স্থানীয়ভাবে কারো সহযোগিতা নিতে পারবে না, কোন নেতার আতিথেয়তা নেয়া যাবে না। প্রয়োজনে কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্তদের টিফিন ভাতা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করবে। প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধনের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সহায়তা প্রয়োজন। নিবন্ধন কার্যক্রমে ০৭টি দেশের প্রবাসী ভোটারগণ সঠিকভাবে ঠিকানা এন্ট্রি না করে নিবন্ধন করছেন এ বিষয়ে মিশনগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন। মন্ত্রণালয় ও বিভাগ স্ব স্ব অবস্থান থেকে প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনের বিষয়ে প্রচার করতে হবে। প্রচারের ক্ষেত্রে টিভি স্ক্রল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পোস্টাল ব্যালটের বিষয়ে ডাক বিভাগ সংশ্লিষ্টদের ব্রিফ করবে। নির্বাচনি কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। Out of Country Voting (OCV) এর জন্য মিশন অফিসে একজন পয়েন্ট অব কন্টাক্ট নির্ধারণ করা প্রয়োজন। প্রবাসী ভোটারদর ভোটদানে সহায়তার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ডাক বিভাগ, আইসিটি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় ও সড়ক-মহাসড়ক বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ০১টি সেল স্থাপন করা প্রয়োজন। সরকারি কর্মকর্তা ভোট গ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং জেল খানায় আটক ভোটারদের ভোট প্রদানের সুবিধার্থেও পোস্টাল ভোটের (ICPV) ব্যবস্থা করা হয়েছে। পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানে সবাইকে উৎসাহিত করতে হবে। নির্বাচনি কাজে সম্পৃক্ত সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন। ভোটকেন্দ্রে বিদ্যমান সিসিটিভি সংযোগ সচল রাখতে হবে। যেসব কেন্দ্রে সিসিটিভি সংযোগ নাই সেসব কেন্দ্রের পরিচালনা পর্ষদ বা কর্তৃপক্ষকে ভোটের দিনের জন্য সিসিটিভি সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে হবে। নিরাপত্তা পরিকল্পনা প্রণয়নে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে কাজ করবে। নিরাপত্তার জন্য Comprehensive প্ল্যান করতে হবে। সামনের সপ্তাহগুলোতে গণভোট এর প্রচার বেশি বেশি করতে হবে। মক ভোটিং এর অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচন কমিশন ভোটকেন্দ্র ও ভোট কক্ষ স্থাপন এবং ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে। প্রয়োজনে ভোটের সময়সূচি বাড়ানো হতে পারে। নির্বাচনে ০৪টি বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে যেমন- ১। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২। পোস্টাল ভোট ৩। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার প্রতিরোধ ৪। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্য ব্যাপকভাবে প্রচার। এবারের নির্বাচনে ভোটিং টাইম বাড়ানো হতে পারে। প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও গর্ভবতী নারিদের ভোটের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিশেষ করে সাইক্লোন সেন্টারে। স্থানীয় সরকারের অফিসগুলো যেন রাজনৈতিক কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন।

৫। মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মো: আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, ভোটের দিন সন্ধ্যার পর ভোটকেন্দ্রে বিদ্যুৎ সংযোগ অত্যাবশ্যক। প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারগণ কমপক্ষে ৩০% ভোটকেন্দ্র সরাসরি পরিদর্শন করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ অধিকাংশ ভোটকেন্দ্র স্বশরীরে ভিজিট করবেন। গণভোটের প্রচারণা দৃশ্যমান হতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ তাঁর জেলায় নির্বাচনি কাজে কতটি গাড়ির প্রয়োজন হবে তার সঠিক সংখ্যা আগে থেকেই নিরূপন করতে পারলে ভোটের দিন সরকারি দপ্তরের গাড়ি ব্যবহার বা গাড়ি অধিযাচনের বিষয় সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারবেন।

৬.১। ভোটকেন্দ্রের স্থাপনা ও ভোটকেন্দ্রে যাতায়াতের রাস্তা মেরামত এবং ভৌত অবকাঠামো সংস্কার সংস্কারঃ

আলোচনা: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুসারে সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসারের তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ভোটকেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য যেসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কতিপয় প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংস্কার এবং ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ পথ, যাতায়াত, বিদ্যুৎ সংযোগ, পয়:নিষ্কাশন

সুবিধা ও অন্যান্য অবকাঠামো বিষয়ক প্রয়োজনীয় মেরামত ও ভৌত অবকাঠামো সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ৪২,৭৬১টি, যার মধ্যে ভোটকক্ষ রয়েছে ২,৪৪,৬৪৯টি। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ জানান যে নির্বাচন কমিশনের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ভোটকেন্দ্র মেরামতে এবং ভোটকেন্দ্রে ভোটারের যাতায়াত উপযোগী সড়ক নির্মাণ/মেরামতের জন্য জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের পত্র দেয়া হয়েছে। অনেক স্থানে ভোটকেন্দ্র মেরামত এবং সড়ক নির্মাণ/মেরামতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্টগুলিতে কার্যক্রম চলমান আছে, যা যথাসময়ে সম্পন্ন হবে। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বলেন, ভোটকেন্দ্র মেরামতের জন্য অর্থের সংস্থান চেয়ে অর্থ বিভাগে পত্র দেয়া হয়েছে। অর্থ বরাদ্দ পেলে যথাসময়ে কাজটি সম্পন্ন হবে। চেয়ারম্যান মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বলেন, এবার জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোট একই দিনে এবং একি সাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অথচ, দেখা যাচ্ছে এবার ভোটকেন্দ্র এবং ভোটকক্ষের সংখ্যা কমানো হয়েছে। এটা যৌক্তিক কি না তা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত:

ক. ভোটগ্রহণের তারিখের পূর্বেই ভোটকেন্দ্র ভোটারের চলাচল উপযোগী করতে হবে এবং ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

খ. যেসকল ভোটকেন্দ্রে বিদ্যুৎ নাই, সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে।

গ. ভোটকেন্দ্রে বিদ্যমান সিসিটিভি সংযোগ সচল রাখতে হবে। যেসব কেন্দ্রে সিসিটিভি সংযোগ নেই সেসব কেন্দ্রের পরিচালনা পর্ষদ বা কর্তৃপক্ষকে অন্ততঃপক্ষে ভোটের দিনের জন্য সিসিটিভি সংযোগের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করতে হবে।

ঘ. জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন করতে হবে।

ঙ. প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ও গর্ভবতী নারীদের ভোটের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে; বিশেষ করে সাইক্লোন সেন্টারে।

বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান প্রধান।

৬.২। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার প্যানেল প্রস্তুত ও নির্বাচনি দায়িত্ব পালন:

আলোচনা: আসন্ন নির্বাচন যথাযথভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত দপ্তর, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান হতে কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক ও সমপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের তালিকা সংগ্রহকরত প্যানেল প্রস্তুত করা ও নিয়োগ প্রদান অত্যাবশ্যক। সিনিয়র জেলা/জেলা নির্বাচন অফিসারগণ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক উক্ত প্যানেল প্রস্তুতের লক্ষ্যে তাঁর আওতাধীন ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় ও মেট্রোপলিটন শহর এলাকায় অবস্থিত সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, দপ্তর-সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের নিকট হতে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা সংগ্রহকরত পৃথক পৃথক প্যানেল প্রস্তুত কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন। এক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুসারে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন। সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যান মন্ত্রণালয় বলেন, পূর্বে যারা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা ছিলেন এবং নির্বাচনি অনিয়মে জড়িত ছিলো তাদেরকে এবার ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিলে ভোটার বা প্রার্থীরা ভোটে আস্থা পাবে না। বিগত নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্তদের নির্বাচনি দায়িত্ব প্রদান না করার জন্য অনুরোধ করেন। প্রয়োজনে কমিশন নির্বাচনের কাজে সরকারের জৈষ্ঠ্য কর্মকর্তাদেরও দায়িত্ব দিতে পারেন। এতে করে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ তাদের চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা নির্বাচনি কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বলেন, ৬৪ জেলায় ৪৫ জন নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ যেন নির্বাচনি দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে সেজন্য নির্দেশনা দেয়া হবে। নির্বাচনি কাজে কোন গাফিলতি পাওয়া গেলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উর্পযুক্ত পদক্ষেপ নিবে। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগ বলেন, নির্বাচনি দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যেন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তি বা প্রার্থীর কাছ থেকে খাবার বা অন্য কোন আতিথেয়তা গ্রহণ না করেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

ক. গতানুগতিকভাবে কাজ না করে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সকলকে দক্ষতা, সাহসিকতা ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

খ. নির্বাচন কমিশন হতে প্রেরিতব্য নির্দেশনা অনুযায়ী ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে হবে। এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের নিজ নিজ আওতাধীন সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত, দপ্তর-সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি-বেসরকারি, সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

বাস্তবায়নে: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ।

৬.৩। পার্বত্য/দুর্গম এলাকায় নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহণ এবং ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ভোটকেন্দ্রে পৌছানোসহ নির্বাচনকালীন নির্বাচন কমিশনের ব্যবহারের জন্য হেলিকপ্টারের সহায়তা প্রদান:

আলোচনা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ অন্যান্য নির্বাচনে পার্বত্য জেলার ০৩টি নির্বাচনি এলাকার কতিপয় ভোটকেন্দ্রে সুবিধাজনক হেলিসর্টি হতে নির্বাচনি দ্রব্যাদি পরিবহণ এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যসহ ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের ভোটকেন্দ্রে আনা-নেয়ার কাজে সশস্ত্র বাহিনীর বিভাগের হেলিকপ্টার ব্যবহৃত হয়েছে। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার নির্ধারিত ভোটকেন্দ্রে উক্তরূপ কাজে হেলিকপ্টার ব্যবহারের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া নির্বাচনকালীন নির্বাচন কমিশনের

৬০

ব্যবহারের জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহারের প্রয়োজন হবে। এ বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে হেলিসর্টি ভোটকেন্দ্রের তালিকা অনুসারে হেলিপ্যাডগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত/সংস্কার করা প্রয়োজন।

সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী হেলিসর্টি কেন্দ্রে হেলিকপ্টার সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত আছে। তবে, এজন্য নির্ধারিত ফরমেটে তথ্য দিতে হবে। হেলিপ্যাডসমূহ সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত:

ক. নির্বাচনি কাজে হেলিকপ্টার সহযোগিতার জন্য ভোটকেন্দ্রের তালিকাসহ তথ্য যথাযথ ফরমেটে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রস্তুতিসহ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

খ. হেলিসর্টি ভোটকেন্দ্রের জন্য হেলিকপ্টার এবং কোস্টাল এরিয়ার জন্য পর্যাপ্ত নৌযানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

৬.৪। নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা, জনসচেতনতা, উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রচার মাধ্যম কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ :

আলোচনা: বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে নির্বাচনি আচরণ বিধি, নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম, নির্বাচনি অপরাধ, ভোটদান প্রক্রিয়া বিষয়ক গণসচেতনতামূলক ও উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত টিভিসি, কাউন্টডাউন, স্লোগান, পথনাটক, র‍্যালি, বিজ্ঞাপন, লিফলেট, পোস্টার ইত্যাদি প্রস্তুত করে নির্বাচনি এলাকায় ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন। এ বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তরের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া নির্বাচনি সময়সূচি জারির দিন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণ রেকর্ডিং এবং বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে একইসাথে সরাসরি সম্প্রচার ও সময়সূচি ঘোষণার বিজ্ঞপ্তি ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা যেতে পারে। এতদসংক্রান্ত প্রচারণায় "সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বলেন, তথ্য মন্ত্রণালয় হতে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত প্রচারণা চালানোর জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। গ্রামের মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য রিকশার মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালানো হবে। জারি গান, নাটিকা, তথ্যচিত্র, প্রামান্য চিত্র ইত্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে নির্বাচনি তথ্য প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ভ্রাম্যমান ট্রাকের মাধ্যমে গান পরিবেশন করা হবে। এছাড়া, ইউনিয়ন পর্যায়ে উঠান বৈঠক আয়োজন করা হবে। ৬৪ জেলায় তথ্য মন্ত্রণালয়ে ৬৪ জন অফিসার সব সময় নির্বাচনি প্রচারের কাজে মাঠে থাকবে। জেলা পর্যায়ে নির্বাচনি সেল স্থাপন করা হবে। নির্বাচনে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। বিটিভি এবং সংসদ টিভির কোলাবোরেশনের মাধ্যমে নির্বাচনি তথ্য প্রচার করা হবে। বাংলাদেশ বেতারের মাধ্যমে নির্বাচনি তথ্য প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। অপতথ্য মোকাবেলায় ফ্যাক্ট চেক কাজ করবে। সত্যকে সত্য বলা এবং নির্বাচন বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রচারের জন্য বেসরকারি টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের সাথে সভা করা হয়েছে। মহাপরিচালক পিআইডি বলেন, প্রায় ৩৮০০ সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, যা ০২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। পিআইডি এর অধীনে ফ্যাক্ট চেক করে তথ্য যাচাই করার সুযোগ রয়েছে। তবে, এবিষয়ে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন। অপতথ্য রোধে অনলাইন জগতের নিয়ন্ত্রন প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে কোন বাহিনী দিয়ে গুজবের কারণে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। গুজব প্রতিরোধ এবং নির্বাচন বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রচারে সাংবাদিক, পর্যবেক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট নির্দেশিকা পাঠানো হবে। মহাপরিচালক, বিটিভি বলেন, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত টিভিসি ইতোমধ্যে প্রচার করা হচ্ছে। গণভোট বিষয়ে জনগণকে জানানো প্রয়োজন। নতুন ভোটারদের দিয়ে নির্বাচনের ভাইব তৈরি করতে হবে, এজন্য নির্বাচন কমিশন হতে প্রতিনিধি প্রয়োজন হতে পারে। সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণার কার্যক্রম চালানো হবে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রচারের কার্যক্রম পুরোদমে চলবে। গণভোট এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে পিভিসি, ভিডিও কনটেন্ট প্রস্তুত করে ব্যাপকভাবে প্রচারের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সমন্বয়ের জন্য সকল সচিবদের নিয়ে একটি Whatsapp গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। নির্বাচনি প্রচারণায় "ভোটের গাড়ি" নাম ব্যবহার করে প্রচারণা মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, মাননীয় মন্ত্রীও এবিষয়ে সার্বক্ষণিক দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং উদ্যোগ গ্রহণ করছেন।

সিদ্ধান্ত:

ক. একই দিনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনে নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা, জনসচেতনতা, উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রচার মাধ্যম কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট দপ্তর হতে পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

খ. নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রচার-প্রচারনা, সংবাদ ও তথ্য বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

গ. অপতথ্য রোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলি হতে সমন্বয়ের নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা, জনসচেতনতা, ভোটার শিখন, উদ্বুদ্ধকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. এবিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়নে: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী গণমাধ্যম/কর্তৃপক্ষ।

27

৬.৫। পর্যবেক্ষক নিয়োগে সহায়তা প্রদান:

আলোচনা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নিবন্ধিত সংস্থা হতে দেশীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ এবং বিদেশি পর্যবেক্ষককে অনুমতি প্রদান করা হবে। উল্লিখিত পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা বিধান এবং পর্যবেক্ষণ কাজে বিশেষ করে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের ভিসা প্রদান, বিমান বন্দরে সহায়তা এবং অন্যান্য কাজে সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।

সিদ্ধান্ত:

বিদেশী পর্যবেক্ষক নিয়োগ, ভিসা সহজীকরণ, নিরাপত্তা প্রদানসহ প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

৬.৬। পোস্টাল ব্যালটে ভোটপ্রদানের বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান:

আলোচনা: প্রবাসী ভোটারদের ভোটদানের জন্য পোস্টাল ব্যালট পেপার নিরাপত্তার সাথে ডাকবিভাগ হতে বিমান বন্দর হয়ে সংশ্লিষ্ট দেশে প্রেরণ এবং একইভাবে উক্ত ব্যালট পেপার ফেরত আসার সময় নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তার সাথে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে পোস্টাল ব্যালট সংরক্ষণ এবং গণনার সময়ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ পোস্টাল ভোট পরিবহনেও একই রকম সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। সচিব, প্রবাসী কল্যান মন্ত্রণালয় বলেন, মিশনগুলিকে প্রবাসীদের ভোটদানে উৎসাহিতকরণ ও ভোটদান কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এজন্য নির্বাচন কমিশন চাইলে মিশন অফিসে সুনির্দিষ্ট কোন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। পররাষ্ট্র সচিব বলেন, প্রবাসী ভোটারদের ভোটদানে সহায়তা ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য দূতাবাসগুলিতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর বলেন, প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানে ডাক বিভাগ হতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এবিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ চলছে। ইউনিভার্সাল পোস্টাল ইউনিয়ন (UPU) এর সাথেও যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এছাড়াও পোস্টাল অপারেশন কাউন্সিল (POC) এর সাথেও যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্ত:

ক. বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশি ভোটারগণ (OCV) এবং দেশে বসবাসরত (ICV) ভোটারদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. প্রবাসী ভোটারদের ভোটদানের জন্য পোস্টাল ব্যালট পেপার নিরাপত্তার সাথে ডাকবিভাগ হতে বিমান বন্দর হয়ে সংশ্লিষ্ট দেশে প্রেরণ এবং একইভাবে উক্ত ব্যালট পেপার ফেরত আসার সময় নিরবচ্ছিন্ন নিরাপত্তার সাথে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

গ. রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে পোস্টাল ব্যালট সংরক্ষণ এবং গণনার সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ পোস্টাল ভোট পরিবহনেও একই রকম সহযোগিতা প্রয়োজন হবে।

ঘ. মন্ত্রণালয় ও বিভাগ স্ব স্ব অবস্থান থেকে প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনের বিষয়ে প্রচার করতে হবে। পোস্টাল ব্যালটের বিষয়ে ডাক বিভাগ সংশ্লিষ্টদের ব্রিফ করবে।

ঙ. Out of Country Voting (OCV) এর জন্য মিশন অফিসে একজন পয়েন্ট অব কন্টাক্ট নির্ধারণ করতে হবে।

চ. প্রবাসী ভোটারদের ভোটদানে সহায়তার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ডাক বিভাগ, আইসিটি মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয় ও সড়ক-মহাসড়ক বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ০১টি সেল স্থাপন করা প্রয়োজন।

বাস্তবায়নে: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ডাক বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল।

৬.৭। ঋণ খেলাপী সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রদান বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত:

আলোচনা: সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদ এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২(১) অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে ঋণ খেলাপী ব্যক্তিগণ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হবেন। উল্লিখিত বিধানের আলোকে ঋণখেলাপী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাছাইকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে এ বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রদান সংক্রান্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে একটি পরিপত্র জারি করতে হবে। উল্লিখিত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন বিকাল ৫.০০ টার পর সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের নাম, পিতা/মাতা/স্বামীর নাম ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে সংগ্রহ করার কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজন হবে। নির্বাচনের সময়সূচি জারির পরপর নির্বাচন কমিশন হতে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে পত্র প্রেরণ করা হবে। সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বলেন, তফসিল ঘোষণার পর যথাসময়ে ঋণ খেলাপিদের তথ্য প্রদানের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

২৮

সিদ্ধান্ত:

ক. মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন বিকাল ৫.০০ টার পর সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের নাম, পিতা/মাতা/স্বামীর নাম ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্ব-উদ্যোগে সংগ্রহ করার কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন।

খ. ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (CIB) তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ রাখতে হবে। CIB ডাটারিয়াল টাইমে হালনাগাদ থাকতে হবে। আপিল শুনানীর সময় CIB এর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকল।

৬.৮। নির্বাচন উপলক্ষে ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট বরাদ্দ ও আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম:

আলোচনা: বিভিন্ন দ্রব্যাদির বর্তমান বাজারমূল্য, যাতায়াত ও জ্বালানী ব্যয় এবং বাস্তবতার নিরিখে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন সংক্রান্ত কয়েকটি খাতে অর্থ বরাদ্দ যৌক্তিকিকরণ করছে। একই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন পরিচালনামূলক কাজে ব্যয়ের জন্য অর্থের হার ও পরিমাণ বাস্তবসম্মত করারও প্রয়োজন হবে। চলতি ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজে ব্যয় বরাদ্দের হার ও পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধির সাথে সভা করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত ও সুপারিশের আলোকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হতে সম্ভাব্য ব্যয়ের চাহিদা ও বাস্তবতার নিরিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের চলতি অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। নির্ধারিত সময়ে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অপরিহার্য।

সিদ্ধান্ত: সংশোধিত বাজেট বরাদ্দে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে এবং নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যৌক্তিকভাবে চাহিত ও বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়করন সহজ করতে হবে। নির্বাচনি কাজে চাহিত বরাদ্ধ যাচাইপূর্বক যথাসময়ে ছাড় করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অধিদপ্তর/দপ্তর ও সংস্থা প্রধান।

৬.৯। জনবল, যানবাহন ও লজিস্টিক সাপোর্ট:

আলোচনা: সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে চাহিদা অনুসারে জনবল প্রদান এবং যানবাহনের জন্য বাজেট বরাদ্দে অর্থের সংস্থান প্রয়োজন। তাছাড়া নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর হতে নির্বাচনকালীন জনবল, যানবাহন ও লজিস্টিক সাপোর্ট আবশ্যক।

সিদ্ধান্ত:

ক. নির্বাচনের দিন সরকারি ছুটি থাকায় সরকারি দপ্তরের যানবাহনসমূহ প্রয়োজন অনুসারে নির্বাচনি কাজে ব্যবহার করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর হতে উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. ব্যালট পেপার মুদ্রণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সরকারি মুদ্রণালয়গুলোকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

গ. নির্বাচনি কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগে একজন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নির্ধারণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগ।

৬.১০। নির্বাচনে শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ:

আলোচনা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীসহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে আলোচনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। একই সাথে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার আবশ্যকতা রয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

নির্বাচনে শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক্ষেত্রে লিড মিনিস্ট্রি হিসেবে কাজ করবে। এ লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৬.১১। নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে এবং নির্বাচনকালীন সময়ে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ:

আলোচনা: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সময়সূচি জারির পর হতে প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকায় মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের প্রয়োজন হবে। বিশেষ করে মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ পর্যায়ে সম্ভাব্য শোডাউন, জমায়েত, মিছিল ও আচরণবিধি পরিপন্থী কার্যক্রম দমনের জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া নির্বাচনি এলাকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ

প্রতিরোধের লক্ষ্যেও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হবে। সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার বলেন, নির্বাচনি আচরণ বিধি প্রতিপালনে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নির্বাচনি কাজে প্রয়োজনীয় সহাযোগিতা প্রদানের জন্য মাঠ প্রশাসনেও নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

ক. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও নির্বাচনি তদন্ত কমিটির কার্যক্রম যেন দৃশ্যমান ও ফলপ্রসু হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা জারি করতে হবে। আচরণ বিধি প্রতিপালনে শুরুতেই সমন্বতিভাবে কাজ করতে হবে। প্রথম দিনেই আচরণ বিধি ভংগের চেষ্টা প্রতিহত করতে হবে।

গ. নির্বাচনি আচরণবিধি প্রতিপালনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার লক্ষ্যে এবং নির্বাচনকালীন সময়ে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটদের কার্যক্রম আরও জোরদার করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

৬.১২। বার্ষিক ও পাবলিক পরীক্ষার সময়সূচি পর্যালোচনা:

আলোচনা: প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ও নির্বাচনি পরীক্ষা এবং বিভিন্ন পাবলিক ও গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার স্বাভাবিক সময়সূচি পর্যালোচনা করে নির্ধারিত পরীক্ষার সময়সূচি বিশ্লেষণপূর্বক ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের তারিখসহ সার্বিক সময়সূচি নির্ধারণের প্রস্তাবনা প্রণয়নের প্রয়োজন হবে। চেয়ারম্যান, কারিগরি শিক্ষাবোর্ড বলেন, সিডিউল ঘোষণার পর পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হবে।

সিদ্ধান্ত:

ক. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার সময়সূচিতে প্রয়োজনীয় সমন্বয় করবেন।

বাস্তবায়নে: শিক্ষা মন্ত্রণালয়,প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়,অধিদপ্তর/দপ্তর।

৬.১৩। দৈনন্দিন আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনা:

আলোচনা: চলতি বছরের ডিসেম্বর হতে ২০২৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের সম্ভাব্য দৈনন্দিন তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, কুয়াশা, শৈত্যপ্রবাহ ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য ও পূর্বাভাস আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি নির্ধারণে সহায়ক হবে। ফলে উল্লিখিত সময়ের আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে তথ্য প্রাপ্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সিদ্ধান্ত:

নিয়মিত আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনে সরবরাহ করতে হবে।

বাস্তবায়নে: আবহাওয়া অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

৬.১৪। ভোটগ্রহণ ও নির্বাচনি বিভিন্ন কার্যক্রম উপলক্ষে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা :

আলোচনা: ভোটগ্রহণের দিন ও তার আগের দিন ভোটকেন্দ্রে এবং নির্বাচনের বিভিন্ন পর্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রয়োজন হবে। বিশেষ করে ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার পর ভোটগণনার সময় এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক ফলাফল একত্রিকরণ (Compilation) করে বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রদানের সময় নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রয়োজন হবে। একইভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোটগ্রহণের দিন হতে বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রদান না করা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন হবে। এছাড়াও নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য তফসিল ঘোষণার দিন হতে ফলাফল গেজেটে প্রকাশ পর্যন্ত সময়কালে উপজেলা নির্বাচন অফিস, জেলা নির্বাচন অফিস ও আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত:

ক. এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. ভোটগ্রহণের দিন ও তার আগের দিন ভোটকেন্দ্রে এবং নির্বাচনের বিভিন্ন পর্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে ভোটগ্রহণের দিন হতে বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রদান না করা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ. নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য তফসিল ঘোষণার দিন হতে ফলাফল গেজেটে প্রকাশ পর্যন্ত সময়কালে উপজেলা নির্বাচন অফিস, জেলা নির্বাচন অফিস ও আঞ্চলিক নির্বাচন অফিসে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে: বিদ্যুৎ বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

২৮

৬.১৫। নির্বাচনের সময় স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেডিকেল টিম গঠন ও প্রাসংগিক কার্যক্রম গ্রহণ :
আলোচনা: নির্বাচনের দিন নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা, ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা, বিদেশি পর্যবেক্ষক, সাংবাদিক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের জরুরি চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্দিষ্ট করা এবং ক্ষেত্র বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করার প্রয়োজন হবে।
সিদ্ধান্ত: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

৬.১৬। অগ্নিকান্ড ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ:
আলোচনা: রিটার্নিং অফিসার/সহাকারি রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় এবং ভোটকেন্দ্রে অগ্নিকান্ড ও তাৎক্ষণিকভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধে দ্রুত ও তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে প্রস্তুত রাখার প্রয়োজন হবে।
সিদ্ধান্ত: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

৬.১৭। নির্বাচনি এলাকায় বিদ্যমান নির্বাচনি প্রচার সামগ্রী অপসারণ:
আলোচনা: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণার পূর্বেই সম্ভাব্য প্রার্থী কর্তৃক ব্যবহৃত পোস্টার, দেওয়াল লিখন, ব্যানার, বিলবোর্ড, গেইট, তোরণ বা ঘের, প্যান্ডেল ইত্যাদি প্রচার সামগ্রী অপসারণ বা উক্তরূপ কার্যক্রম রোধে 'দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২' বা প্রচলিত আইনের বিধান অনুসারে স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
সিদ্ধান্ত: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

৬.১৮। জেলখানায়/আইনী হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের ভোটপ্রদানের ব্যবস্থা: সারাদেশের জেলখানায়/আইনী হেফাজতে থাকা ব্যক্তিদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটপ্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে জেল কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রয়োজন।
সিদ্ধান্ত: সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

৬.১৯। নির্বাচনকালীন যানবাহন ও নৌ-যান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা:
আলোচনা: ভোটগ্রহণের কয়েকদিন পূর্ব হতে ভোটগ্রহণের পরের দিন পর্যন্ত মোটর সাইকেলসহ কতিপয় যানবাহন ও নৌ-চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের প্রয়োজন হয়। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণের ২৪ ঘন্টা পূর্ব হতে মধ্য রাত পর্যন্ত কতিপয় যানবাহন ও নৌ-যান এবং ৪৮ ঘন্টা পূর্ব হতে ৪৮ ঘন্টা পর পর্যন্ত মোটর সাইকেল চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক যানবাহন ও নৌ-যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখা ও ক্ষেত্র বিশেষ নিষেধাজ্ঞা আরোপের ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হবে। এছাড়া নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক জলযান চলাচলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন হবে। চরাঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল যেখানে নৌযান চলাচলের প্রয়োজন হয়, সেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে হবে। সার্বিক বিষয়ে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য জরুরি সেবায় নিয়োজিত যানবাহন, নির্বাচন কমিশন বা রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত যানবাহন চলাচল নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত থাকবে। প্রতিনিধি (উপসচিব) সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট সময় তথ্য উল্লেখ করে নির্বাচন কমিশন হতে নির্দেশনা প্রেরণ করতে হবে।
সিদ্ধান্ত: এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
বাস্তবায়নে: সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

৬.২০। AI প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল ও মিথ্যা তথ্যের প্রচারনা রোধের কৌশল নির্ধারণ: আলোচনা: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে AI প্রযুক্তি ব্যবহার করে বা অন্য কোন ভাবে বিভ্রান্তিকর ও মানহানিকর তথ্য প্রচার করে যাতে কারো সম্মানহানি ও সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হলেও অতীতে এটি বারবার সহিংসতা উসকে দেওয়া, জনগণের আস্থা বিনষ্ট করা ও ব্যক্তির চরিত্র হননের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, যা বর্তমানে আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। ফলে AI প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল ও মিথ্যা তথ্যের প্রচারণা রোধের কৌশল নির্ধারণের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া AI প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন তথা নির্বাচনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের ভুল বার্তা যাতে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সকলের এ বিষয়ে কর্মকৌশল গ্রহণ করে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। সচিব, আইসিটি মন্ত্রণালয় বলেন, নির্বাচনে অপতথ্য মোকাবেলায় সাইবার সিকিউরিটি গ্রুপ খোলা হয়েছে। এবিষয়ে বিটিআরসি

এর সাথে সমন্বয় করে কাজ করা হচ্ছে। সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় বলেন, অপতথ্য মোকাবেলায় ফেক্ট চেক কাজ করবে। মহাপরিচালক পিআইডি বলেন, পিআইডি এর অধীনে ফেক্ট চেক করে তথ্য যাচাই করার সুযোগ রয়েছে। তবে, এবিষয়ে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন। অপতথ্য রোধে অনলাইন জগতের নিয়ন্ত্রন প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে কোন বাহিনী দিয়ে গুজবের কারণে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। গুজব প্রতিরোধ এবং নির্বাচন বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রচারে সাংবাদিক, পর্যবেক্ষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট নির্দেশিকা পাঠানো হবে।

সিদ্ধান্ত:

ক. এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. AI প্রযুক্তি ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল ও মিথ্যা তথ্যের প্রচারণা রোধের যেসকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সক্ষমতা রয়েছে তারা এবিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে সমন্বয় কমিটি বা সেল গঠন করতে হবে।

বাস্তবায়নে: জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

৬.২১ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও সংখ্যালঘুসহ সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ:

আলোচনা: সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করার লক্ষ্যে সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি ও সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পূর্বশর্ত। কেউ যাতে অন্তর্ঘাতমূলক বা অন্য কোন নাশকতামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এ সম্প্রীতি বিনস্ট করতে না পারে সে দিকে সবার সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাছাড়া সংখালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ নজরদারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত:

ক. এবিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/দপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খ. নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কম্যুনাল হারমনি যেন নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সংখ্যালঘু ভোটারসহ প্রান্তিক ভোটারের নিরাপত্তায় বিশেষ নজর দিতে হবে।

বাস্তবায়নে: জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

৬.২২। বিবিধ:

আলোচনা: উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও সর্বোপরি ভোট প্রদানের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটারগণ যাতে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারে এবং ভোট প্রদান শেষে নিরাপদে নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে আসতে পারে, সেজন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে ভোটার সাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও আইনানুগভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সকলের সাথে অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময় করার আবশ্যকতা রয়েছে। টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, ব্যাংকিং সেবা ও অন্যান্য সার্ভিস সহজীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া দীর্ঘদিন নির্বাচন সম্পর্কে জনসাধারণের নেতিবাচক মনোভাব থাকায় Civic Education, ভোটারদের ভোট প্রদানে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: (i) প্রাক-নির্বাচনি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন এবং পরবর্তী কার্যাদি সাবলীলভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করাতে হবে:

(ক) নির্বাচনি মালামাল পরিবহন, সংরক্ষণ ও বিতরণে স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ;

(খ) রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, মাঠপর্যায়ের নির্বাচন অফিস ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর, নির্বাচনি মালামাল ও ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে;

(গ) নির্বাচনি কাজে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক, ব্যাংকিং সেবা ও অন্যান্য সার্ভিস সহজীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঙ) মনোনয়নপত্র দাখিল, বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহারসহ নির্বাচনি বিভিন্ন কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) স্থানীয় সরকারের অফিসগুলো যেন রাজনৈতিক কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন।

(ii) মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচনি দায়িত্বে কোন অভিযোগ আসলে তদন্ত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(iii) গেইট, তোরণ, পোস্টার ইত্যাদি প্রচারসামগ্রী অপসারণের জন্যও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হতে পুলিশকে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

(iv) ভোটগ্রহণ শেষে দ্রুত ভোটগণনা সম্পন্ন করে ফলাফল বিবরণীসহ ভোটকেন্দ্রের দ্রব্যাদি সহকারী রিটার্নিং অফিসার, ক্ষেত্রবিশেষে রিটার্নিং অফিসারের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ।

৭। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হবে। এজন্য সকলকে এখন থেকেই পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরিশেষে সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/

১৪/১২/২০২৫

এ, এম, এম, নাসির উদ্দিন
প্রধান নির্বাচন কমিশনার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখঃ ০৭ পৌষ ১৪৩২ / ২২ ডিসেম্বর ২০২৫

নম্বর: ৩৮.০০.০০০০.০০২.৯৯.০০৩.২০২০.২২৭৮

সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১ অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২ মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
৩ মহাপরিচালক, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ইউনিট, শিক্ষাভবন, ঢাকা।
৪ মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।
৫ মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ), ময়মনসিংহ।
৬ পরিচালক, শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।
৭ অফিস কপি।

২২/১২/২৫

(মোঃ শামছুল আরিফ)
উপসচিব
ফোনঃ ০২২২৩৩৫১৮০১
ই-মেইল: dsad2@mopme.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
২৩২/১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা।

স্মারক নং-৩৮.০০.০০০০.৩০১.০০৯.০০.০১৯৩.২৫- ০১৮

তারিখ: ১৭ পৌষ ১৪৩২ / ০১ জানুয়ারি ২০২৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরণ করা হলো।

অনুলিপি:
১. পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ, লজি., বাস্ত. ও প্রশি.)/(পরি. মনি. ও মূল্যায়ন), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা।
২. সিস্টেম এনালিস্ট (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. উপ-পরিচালক (সকল), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা।
৪. সহকারী পরিচালক(সকল), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা।
৫. সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, জেলা :..।
(সকল কর্মচারীকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
৬. লাইব্রেরিয়ান/সহকারী প্রোগ্রামার/স্টোর অফিসার, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা।
৭. প্রশাসনিক কর্মকর্তা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা।
৮. উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকর্তা (সকল), উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।
৯. কর্মচারী (সকল), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, ঢাকা।
১০. অফিস কপি।

০১/০১/২৬

জিহাদুল ইসলাম জিহাদ
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)